JAN. 0 1 2001

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কাল স্কুলে যাবে নতুন বই ছাড়াই

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও বেক্সিমকোর সীমাহীন ব্যর্থতা

শ্যামল সরকার

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় আড়াই কোটি শিক্ষার্থী চরম উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আজ সোমবার তাদের শিক্ষাজীবনে নতুন আরেকটি বছর শুরু করছে। দীর্ঘ ছুটির পর দেশের প্রায় সব স্কুল আগামীকাল মঙ্গলবার খুলছে এবং অনেকগুলোতে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে বাসা থেকে বের হতে হবে বই ছাড়াই, খালি হাতে। কবে নাগাদ তারা বই হাতে পাবে সে ব্যাপারেও কোনো নিশ্চয়তা নেই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এবং বই ছাপানোর মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর সীমাহীন ব্যর্থতার জন্যই মূলত এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় দুই মাস আগ থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীরা বই পাবে না বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করে খবর প্রকাশ করা হলেও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এ ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেনি। বরং ছাত্র ছাত্রীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেওয়ার ফাঁকা প্রতিশ্রুতি বারবার তারা দিয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ৩১ ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী) পরিমার্জিত ৬০টি বিষয়ের আড়াই কোটি কপি বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়েছে মাত্র ১ কোটি ৩০ লাখ কপি।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

নতুন বই ছাড়াই

শেষ পৃষ্ঠার পর

এসব বই সেলাই, বাঁধাই করে কবে নাগাদ বাজারে সরবরাহ করা হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। জানা গেছে, গতকাল সোমবার পর্যন্ত বেক্সিমকোর মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা' পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের কাছ থেকে সরবরাহ আদেশও নেয়নি। নিয়ম অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক বোর্ড থেকে সরবরাহ আদেশ নিয়ে বই বাজারে ছাড়া হয়ে থাকে।

প্রাথমিক স্তরের (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) সাড়ে ৫ কোটি বইয়ের মধ্যে বেক্সিমকোর বাইরে ১০৫টি প্রেসকে ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া ১ কোটি ৫২ লাখ কপির মধ্যে শুধু ১ম ও ২য় শ্রেণীর ১ কোটি ১০ লাখ বই বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান 'শুকতারা' ও 'ফ্রি-প্রেসে' ছাপানো শুধু ৩য় শ্রেণীর ৯ লাখ বই বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে। এ দুটি প্রেসে ছাপা হওয়া আরো ২০ লাখ বই সরবরাহের অপেক্ষায় রয়েছে, যা দু-একদিনের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কোনো একটি বিষয়ের বইও এ পর্যন্ত বাজারে ছাড়া হয়নি। শুকতারা ও ফ্রি-প্রেসকে প্রাথমিক স্তরের মোট ৩ কোটি ৪৫ লাখ বই সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, শুকতারা ও ফ্রি-প্রেস গতকাল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক বোর্ড থেকে কাগজ নিয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার রিম, যা দিয়ে সর্বসাকুল্যে ১ কোটি ৪০ লাখ বই ছাপানো সম্ভব। অর্থাৎ মোট প্রয়োজনীয় কাগজের ৩ ভাগের ২ ভাগই তারা সংগ্রহ করেনি। প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ৫ কোটি বই ছাপানোর প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এখন অতিরিক্ত আরো ১ কোটি ৪৫ লাখ বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব বই ছাপানোর জন্য গত ২১ ডিসেম্বর নতুন করে ১০৫টি প্রেসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।